আজকের কাগজ

তারিখ 30 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষার বিপন্ন বিশ্ব

প্রশান্ত মৃধা

চলতি শিক্ষা-পদ্ধতি, অর্থাৎ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের তাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে শিক্ষা কাঠামোর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত, তাতে খুব সহজেই অনুমান করে নেয়া যায় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কাঠামোর কোথাও-না-কোথাও ঘুন ধরেছে। যা একটু বাড়িয়ে বললে বলা যেতে পারে, শিক্ষাহীনতার চলমান অবস্থাটি। 'শিক্ষাহীনতা' শব্দটি, সংশ্লিষ্ট পাঁচটি অক্ষরে যে অর্থকে বহন করে, আর সেই সঙ্গে বর্তমান ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে আরও অন্তত কয়েকটি কারণকে জড়ানো যায়। আজ থেকে শ' খানেক বছর আগে 'শিক্ষাহীনতা' শব্দটি আমাদের যে-সব অর্থগুলোর সঙ্গে খুবই ওতপ্রোতভাবে পরিচয় করিয়ে দিতো, বলার অপেক্ষা রাখে না, চলমান সময়ে, সময়ের প্রেক্ষিতে গোটা শিক্ষার ধরনে এই শব্দটি তার অর্থকে পাল্টে দিয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই, সব অর্থে। বর্তমান প্রেক্ষিতে শিক্ষাহীনতা যে-সমস্ত নতুন কারণগুলোকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে বলে সাধারণ বিবেচনায় আনা যায় তা সংখ্যায় গন্ডাখানেক। এক. ছাত্র রাজনীতির চলমান অবস্থাটি, অর্থাৎ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস যেখানে সহাবস্থানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; দুই. নয়া-নয়া শিক্ষানীতি; তিন. পাঠদান কাঠামোতে বিবিধ প্রকার অসঙ্গতি; চার. শিক্ষক-ছাত্র উভয়ের সহ-অবস্থানের অসহিষ্ণুর অভাব, ইত্যাদি। এছাড়া 'শিক্ষাহীনতা' শব্দটি অন্য যে তাৎপর্যটি বহন করে, তা রবীন্দ্রনাথকৃত, 'সাত কোটি সন্তানকে রেখেছো বাঙালী করে, মানুষ করোনি'; এবং এই শব্দটি আরও প্রমাণ করে, শিক্ষা আছে, সংশ্লিষ্ট উপাদান আছে, কাঠামো আছে, শিক্ষকেরা আছেন, শিক্ষানীতি আছে, বোর্ড আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সংশ্লিষ্ট সবই আছে কিন্তু যে-অর্থে 'শিক্ষা' সেই অর্থটি কোনো অর্থেই হাসিল হচ্ছে না। আবার শিক্ষা শব্দটি সাধারণ্যে যে-মেরুতে অবস্থান করেছিলো দীর্ঘদিন বাদে দ্যাখা গেলো সেই মেরুতেই রয়ে গেছে; জাতিগতভাবে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোনো অঙ্গনেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হচ্ছে না। ফলে, গোটা জাতি যে ক্রমে কুহকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; ক্রমে তার অবনতি যে দৃঢ় হবে সে-বিষয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করার আদৌ কোনো অবকাশ নেই। 'শিক্ষাহীনতা' প্রসঙ্গে আমরা যে সব কারণগুলোকে মোটামুটি দাঁড় করাতে পারি তা একত্রিত করে মূল প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা যেতে পারে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এই প্রশ্নটি গোটা জাতির শিক্ষাহীনতার জন্যে কতোটুকু দায়ি বা আদৌ দায়ি কি-না, তা পুরো প্রশ্নটি তোলার আগে বার কয়েক ভাবতে হবে। ভাবতে হবে এই জন্যে যে, বিষয়টি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, এর সঙ্গে শিক্ষার আদৌ সম্পর্ক কতোখানি সে-বিষয়ে সব অর্থেই সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে কিন্তু যখন এই সন্ত্রাসের দন্ডটি সমাজের প্রতিটি অঙ্গন-প্রাঙ্গণকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করতে করতে এক পর্যায়ে শিক্ষাঙ্গনের চৌকাঠ ডিঙ্গোয় তখন তা অবশ্যই শিক্ষার জন্যে বাধার প্রাচীর হিসেবে আবির্ভূত হয়ে পড়ে। দেখা যায় সন্ত্রাসের ঝড় ক্রমে ঢুকতে ঢুকতে কলমের জায়গাটি দখল করে, ধীরে কালি-কাগজ-পেনসিলের জায়গাটিও দখল করে নেয়। আজ, এই নব্বই দশকের প্রায় মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে, গোটা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে খুব করে নজর দিয়ে এই বক্তব্যের সমর্থনে খুব বেশি বাক্যকে দাঁড় করানোর প্রয়োজন পড়ে না। এর পরে নয়া-নয়া শিক্ষানীতি হিসেবে যে বিষয়টিকে দাঁড় করানো হয়েছিলো, তাতে অন্তত একটি জিনিসের দিকে আমদের আগে লক্ষ্য নিতে হবে ঃ কোন-কোন দিকগুলো বিবেচনা করে নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হচ্ছে। শিক্ষানীতি মূলত প্রণীত হয় শাসকপক্ষের আঙুল হেলানোর। যেহেতু স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার বাদে পরের দু'টি সরকার তার ন্যায্যতা প্রমাণে দেশের সবক'টি সেক্টরকে ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করেছিলো, সেই সুযোগ গ্রহণের প্রভাব শিক্ষানীতির উপরও পড়েছিলো অনেকখানিক। এই শিক্ষানীতি পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠদান কাঠামোতেও বিশাল পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনটি ঘটানো হয় দেশের তাবৎ বিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষা প্রশাসকদের উপস্থিতিতে। তাঁরা একটি উন্নত দেশের শিক্ষা কাঠামোকে সামনে রেখে তারই বাংলাদেশী সংস্করণ আমাদের সামনে খুবই গদগদ চিত্তে মেলে ধরেন। দেশের তাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই মর্মে খবর প্রেরণ করা হয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলীকে সেই মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তারপর দেখা যায় যে কিছুই হয়নি। এতোদিন এতোকাল বসে যা রচনা করা হলো তার সবই আসলে ঝুটা, কাজ হচ্ছে না! বা কাজ দিচ্ছে না। এই সঙ্গে যে পাঠদান কাঠামোটি পরিবর্তন করা হয় তাতেও ওই পূর্বের মতোই শাসকপক্ষের নীতিকে প্রবেশ করানোর একটা তাগিদ অনুভব করা যায়। একটু সচেতন দৃষ্টিতে বিষয়টি দেখলে দেখা যাবে যে, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পাঠ্য বইতে, বিশেষ করে স্কুল পাঠ্যে যে-সব বিষয়গুলো ছিলো, পরবর্তী সরকারের আমলে তা বিপুল বিক্রমে পালটে ফ্যালা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন আমল ও পাকিস্তান আমলে এই প্রবণতার চূড়ান্ত প্রকাশ দ্যাখা গিয়েছিলো, যা বাংলাদেশ প্রাপ্তির পরেও দ্যাখা গিয়েছে অন্তত বার দুয়েক। ফলে, সোজা কথায় কোমলমতি শিশুদের, কখনও তা জ্যেষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে বিভ্রান্তির পথটি দেখিয়ে দিয়েছে। শহরের কথা এ-প্রসঙ্গে না-তুললেও, স্মরণে আনা দরকার গোটা দেশের যে পরিমাণ শিক্ষার্থী তার সিংহভাগেরই আগমন অবিত্তবান ও অশিক্ষিত পরিবার থেকে। যেখানে, পাঠ্য বই-ই শিক্ষার্থীর গোটা দেশ ও জাতিকে জানার একমাত্র অবলম্বন বলে বিবেচিত হয়। এই প্রেক্ষিতে ওই নয়া শিক্ষা নীতিটি যথার্থই স্লোপয়জনিঙের মতো কাজ করে, তার মগজে অশৈশব বহন করিয়ে দেয়া হয় অশুদ্ধতার বীজ। এখানে আবার মনে রাখা দরকার যে, শৈশবের অভিজ্ঞতা; কৈশোরের জানা প্রতিনিয়ত এতোটাই বেড়ে চলে যে বাদ বাকি জীবনের অভিজ্ঞতা যোগ করলেও তার সমান বা সমান্তরালে দাঁড়াতে পারে না। আর শেষমেশ যে বিষয়টি এই সঙ্গে দাঁড়াচ্ছে, তা হলো, ছাত্র-শিক্ষক সহাবস্থানের অসঙ্গতি। এখানে মনে রাখা দরকার একেবারে শিশু শ্রেণীতে বা বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক শাসক-আসামীর; স্থানভেদে তা আরও রূঢ়; আবার কোথাও কোথাও আন্তরিকও হয়ে থাকে, সেখানে সম্পর্কে কোনো প্রকার কলঙ্কের ছাপ পড়ে না; পড়ে না এই জন্যে যে, ওই বয়সের ছাত্ররা ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মতো শিক্ষকদের সঙ্গে আচরণ করতে পারে না। আর যদিও কখনও কখনও কোনো কলঙ্ক বহন করে, ধরে নেয়া যায় সেখানে উস্কানী কাজ করেছে, অথবা সময়ের কারণে অথবা একান্তই আকস্মিক। এ নিয়ে গাঢ় কোনো ভাবনাকে অবশ্যই আশ্রয় দেয়া যায় না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বা উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই অবস্থাটি প্রবলতর, কখনো রাজনৈতিক কারণে, কখনও সামাজিক কারণে, অসহযোগিতার ছাপ ফেলে। যা ওই সময়ে গোটা জাতির জন্যে না-হলেও ওই বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্যে ব্যাপকভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে, শিক্ষার পরিবেশকে বেশ মোটা দাগেই ক্ষুণ্ন করে থাকে।

পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলোর একটি, কুসংস্কার দ্বারা শাসিত, পশ্চাদপদ যার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থনীতি বলতে পুরোটাই কর্জ করা; সেখানে, সেই জাতির উন্নতির যদি কোনামাত্র পথটি খোলা থাকে তবে তা 'শিক্ষা'। জাতিকে টেনে তোলার জন্যে শিক্ষা ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা নেই এ-মুহূর্তে! যদি অন্য কোনো একটি রাস্তায় অগ্রসর হবার তিল সুযোগ থাকতো তবে অন্যভাবে চিন্তাকে আশ্রয়ে আনা যেতো! একমাত্র শিক্ষার কারণেই সব পথই কপাট আঁটা। যুগের পর যুগ অপেক্ষারত থাকতে হলেও, শিক্ষাই এই জাতিকে টেনে তুলতে পারে এবং এতে করে, চলমান শিক্ষার সব প্রকার স্থবিরতাকে কাটিয়ে তুলে, তাকে জখম করে তুলতে দেশের প্রতিজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনতার ঐকান্তিকতা, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রশাসকদের ইচ্ছাকেও জরুরি ভিত্তিতে প্রসারিত করা দরকার, যাতে করে 'শিক্ষা' শব্দটি সব অর্থেই তার বর্তমান বলে চলা কুহকতার ভেতর দিয়ে মুক্ত হতে পারে।

প্রশান্ত মৃধা ঃ প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক।